

## বুদ্ধিদীপ্ত জাতির পূর্বশর্ত শক্তিশালী প্রাথমিক শিক্ষা ও কার্যকর ভর্তি পরীক্ষা

প্রকাশের তারিখ : ০৫ এপ্রিল ২০২৬



মানুষের জ্ঞানচর্চার ইতিহাসে একটি মৌলিক সত্য বারবার প্রতিধ্বনিত হয়েছে— যে শিকড় যত গভীর, তার বৃক্ষ ততই স্থিতিশীল। এই সত্যটি কেবল প্রকৃতির নিয়ম নয়; এটি মানবসভ্যতারও এক অনিবার্য দর্শন। একটি জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ, তার সৃজনশীলতা, এমনকি তার নৈতিক স্থিতিও নির্ভর করে সেই জাতির প্রাথমিক শিক্ষার ওপর— যা আসলে একটি অদৃশ্য কিন্তু শক্তিশালী ভিত্তিপ্রস্তর। এই ভিত্তি দুর্বল হলে উপরিভাগের সব অর্জনই হয়ে ওঠে ভঙ্গুর, অস্থায়ী এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রতারণামূলক।

বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতায় আমরা এমন এক সময়ের ভেতর দিয়ে অতিক্রম করছি, যেখানে উন্নয়নের বহুমাত্রিক সূচক দৃশ্যমান হলেও শিক্ষার মৌলিক স্তরে এক ধরনের নীরব সংকট জমাট বাঁধছে। শিশুরা শিখছে, কিন্তু তারা কতটা বুঝছে তারা পড়ছে, কিন্তু কতটা অনুধাবন করছে এই প্রশ্নগুলো এখন আর তাত্ত্বিক নয়; বরং এগুলো জাতির ভবিষ্যৎ নির্ধারণের কেন্দ্রে অবস্থান করছে।

প্রাথমিক শিক্ষা কেবল একটি ধাপ নয়; এটি শিক্ষাজীবনের দার্শনিক ভিত্তি। এখানেই শিশুর চিন্তার ধরন গড়ে ওঠে, এখানেই তার যুক্তির বীজ রোপিত হয় এবং এখানেই তার শেখার প্রতি ভালোবাসা জন্ম নেয়। কিন্তু যদি এই স্তরেই শৈথিল্য থাকে— যদি এখানে গুণগত মান নিশ্চিত না হয় তাহলে শিক্ষার পরবর্তী সব স্তর হয়ে ওঠে এক ধরনের আনুষ্ঠানিকতা, যেখানে সারবস্তুর চেয়ে কাঠামো বড় হয়ে দাঁড়ায়। এই বাস্তবতায় ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতিকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। একে শুধু প্রতিযোগিতার একটি মাধ্যম হিসেবে দেখা একটি সীমাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি। বরং এটি

হতে পারে প্রাথমিক স্তর থেকেই একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ বৌদ্ধিক অনুশীলনের সূচনা। ভর্তি পরীক্ষা এমন একটি কাঠামো তৈরি করতে পারে, যা শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য নির্ধারণে সহায়তা করে, তাদের মধ্যে দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলে এবং শেখার প্রতি একটি সুসংগঠিত মনোভাব তৈরি করে।

দার্শনিকভাবে চিন্তা করলে, পরীক্ষা আসলে আত্ম-অন্বেষণের একটি প্রক্রিয়া। এটি শিক্ষার্থীকে তার নিজের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন করে, তার শক্তি ও দুর্বলতা বুঝতে সাহায্য করে এবং তাকে ক্রমাগত উন্নতির পথে পরিচালিত করে। যদি এই প্রক্রিয়াটি প্রাথমিক স্তর থেকেই সঠিকভাবে প্রয়োগ করা যায়, তাহলে এটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি গভীর বুদ্ধিবৃত্তিক শৃঙ্খলা তৈরি করতে পারে— যা ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান। তবে এখানে একটি সূক্ষ্ম ভারসাম্য রক্ষা করা জরুরি। ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি যেন কেবল নম্বরের প্রতিযোগিতায় সীমাবদ্ধ না থাকে, বরং এটি এমনভাবে গড়ে তোলা উচিত, যেখানে মৌলিক ধারণা, বিশ্লেষণী ক্ষমতা এবং সৃজনশীল চিন্তার মূল্যায়ন করা হয়। তখনই এটি একটি প্রকৃত শিক্ষন-উদ্দীপক হিসেবে কাজ করবে, যা প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করবে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি বুদ্ধিদীপ্ত জাতি গঠনের জন্য আমাদের সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ হওয়া উচিত প্রাথমিক শিক্ষায়। কারণ এখানেই ভবিষ্যতের চিন্তাবিদ, বিজ্ঞানী, নীতিনির্ধারক এবং সৃজনশীল মানুষদের বীজ রোপিত হয়। যদি আমরা এই স্তরে গুণগত মান নিশ্চিত করতে পারি এবং তার সঙ্গে একটি কার্যকর ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি যুক্ত করতে পারি, তাহলে আমরা এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারব, যা কেবল দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করবে না, বরং একটি সচেতন, যুক্তিবাদী এবং সৃজনশীল জাতি নির্মাণে ভূমিকা রাখবে।

শেষ পর্যন্ত, একটি জাতির প্রকৃত শক্তি তার জ্ঞানে, আর সেই জ্ঞানের প্রকৃত শক্তি তার ভিত্তিতে। আমরা যদি সেই ভিত্তিকে মজবুত করতে পারি দার্শনিকভাবে, কাঠামোগতভাবে এবং কার্যকরভাবে তাহলেই আমরা ভবিষ্যতের বাংলাদেশকে একটি আলোকিত, বুদ্ধিদীপ্ত এবং স্থিতিশীল রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হব।

মেশকাতুন নাহার

প্রভাষক সমাজকর্ম বিভাগ

কচুয়া সরকারি ডিগ্রি কলেজ

কচুয়া, চাঁদপুর

প্রকাশনার ৭৫ বছর  
**সংবাদ**

সম্পাদক ও প্রকাশক

আলতামাশ কবির

নির্বাহী সম্পাদক

শাহরিয়ার করিম

প্রধান, ডিজিটাল সংস্করণ

রাশেদ আহমেদ

